মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৪৭৭

পর্ব-১০: আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ (كتاب اسماء الله تعالٰى)

পরিচ্ছেদঃ ৬. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - আশ্রয় প্রার্থনা করা

আরবী

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ «وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَهَذَا لَفظه

বাংলা

২৪৭৭-[২১] ’আমর ইবনু শু’আয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যখন ঘুমের মধ্যে ভয় পায় সে যেন বলে,

’’আ’উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন্ গাযাবিহী ওয়া ’ইকাবিহী ওয়া শার্রি ’ইবা-দিহী ওয়ামিন্ হামাযা-তিশ্ শায়া-ত্বীনি ওয়া আন্ ইয়াহ্যুরূন’’

(অর্থাৎ- আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের মাধ্যমে আশ্রয় চাই, আল্লাহর ক্রোধ ও তার শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে এবং শয়তানের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হতে। আর তারা যেন আমার কাছে উপস্থিত হতে না পারে।)। এতে শয়তানের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার ক্ষতি করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেনঃ ’আবদুল্লাহ ইবনু ’আমর তাঁর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হতেন তাদেরকে এই দু’আ শিখিয়ে দিতেন, আর যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক এ দু’আ কাগজে লিখে তাদের গলায় লটকিয়ে দিতেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী; হাদীসটি তিরমিযীর ভাষ্য)[1]

ফুটনোট

[1] হাসান : তবে মাওকূফ অংশটুকু ছাড়া। তিরমিযী ৩৫২৮, ইবনু আবী শায়বাহ্ ২৩৫৪৭, আবূ দাঊদ ৩৮৯৩, আল কালিমুত্ব ত্বইয়্যিব ৪৯, সহীহ আল জামি‘ ৭০১।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নামসহ রক্ষাকবচ শিশুদের গলায় ঝুলানো জায়িয। তবে এ ব্যাপারে আরো কথা রয়েছে। প্রথম কথা হচ্ছে যেসব রক্ষাকবচ ও তাবীয জাহিলী যুগের কুসংস্কার হিসেবে ঝুলানো হয় সেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। তবে যেসব তাবীযে আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলী, কুরআনের আয়াত এবং হাদীসে বর্ণিত দু‘আসমূহ থাকে তা ঝুলানোর ক্ষেত্রে ‘আলিমগণ মতানৈক্য করেছেন। শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল ওয়াহ্হব (রহঃ)-এর নাতি ‘আল্লামা শায়খ ‘আবদুর রহমান ইবনু হাসান (রহঃ) তার ‘‘ফাতহুল মাজীদ শারহি কিতাবুত্ তাওহীদ’’ গ্রন্থে বলেছেন,

‘‘জেনে রাখো! সাহাবী, তাবি‘ঈ ও তাদের পরবর্তী ‘আলিমগণ কুরআন এবং আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সমেত তাবীয ঝুলানো বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করেছেন। তাদের একদলের মত হচ্ছে এরূপ তাবীয জায়িয। যারা এ মত দিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর ইবনুল ‘আস (রাঃ)। এ মতের পক্ষের দলীল হলো ইবনু মাস্‘ঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস, যেখানে তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, (إن الرقى والتولة والتمائم شرك)

অর্থাৎ- ‘‘নিশ্চয় ঝাড়ফুঁক, তাবীয-কবয শির্ক।’’ (আবূ দাঊদ, ইবনু মাজাহ্, ইবনু হিব্বান, হাকিম)

তাদের মতে এ হাদীসে উল্লিখিত তাবীয বলতে শির্কযুক্ত তাবীয উদ্দেশ্য, যা হারাম।

অপরপক্ষের মত হলো, এরূপ তাবীয ঝুলানোও জায়িয নয়। এ মতের অন্যতম হলেন ইবনু মাস্‘ঊদ, ইবনু ‘আব্বাস, হুযায়ফাহ্, ‘উকবাহ্ ইবনু ‘আমির ইবনু ‘উকায়ম (রাঃ), তাবি‘ঈদের একটি বিশাল দল, ইমাম আহমাদ এবং পরবর্তী ‘উলামায়ে কিরাম (রহঃ)। তারা উপরোক্ত হাদীসও এ অর্থ প্রকাশ করে এমন অন্যান্য হাদীস (যেমন- ইবনু হিব্বানে বর্ণিত ‘উকবাহ্ ইবনু ‘আমির-এর হাদীস, আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও হাকিমে বর্ণিত ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উকায়ম -এর হাদীস) দ্বারা দলীল পেশ করেন।

শায়খ ‘আবদুর রহমান ইবনু হাসান বলেনঃ তিনটি কারণে এ শেষোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ।

[এক] হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা ব্যাপকার্থক (‘আম)। এ নিষেধাজ্ঞার কোন বিশেষ (খাস) হুকম নেই।

[দুই] অন্যায়ের পথ বন্ধ করা। কারণ এ পথ খুলে রাখলে এ শর্ত না মেনে অন্যকিছু মানুষ ঝুলাবে যা বৈধ নয়।

[তিন] যদি কেউ এগুলো ঝুলায়ও তাহলে তাকে ঐ জিনিসকে অপমান করতে হয় যেমন সে ঐ তাবীযসহ বাথরুম, প্রসাবখানাসহ এরূপ অপবিত্র স্থানে যায়। যার মাধ্যমে সে প্রকারান্তরে আল্লাহর নাম ও কুরআনকে অপমানিত করে।

লেখক বলেনঃ ঐ উপরোক্ত তিনটি কারণের সাথে কেউ কেউ চতুর্থ একটি কারণ যুক্ত করেছেন যে, কুরআনের আয়াত যদি কেউ তাবীয হিসেবে ঝুলায় তাহলে সে মূলত আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল এবং কুরআন

যে বিধান নিয়ে এসেছে তার বিপরীত কাজ করল।

আল্লাহ তা‘আলা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন মানবজাতির হিদায়াতের জন্য, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে এবং মানুষের অন্তরের ব্যাধি দূর করার জন্য। এ কুরআন মুত্তাক্বীদের জন্য স্মরণিকাও বটে। কুরআন এজন্য অবতীর্ণ হয়নি যে, এ কুরআনকে মানুষ তাবীয-কবয হিসেবে ব্যবহার করবে। আর কিছু ব্যবসায়ী এর দ্বারা অর্থ উপার্জন করবে। কবরস্থানে এটি পাঠ করা হবে এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ করা হবে যেগুলো কুরআনের সম্মানের/মর্যাদার বিরোধী। ‘উলামায়ে কিরাম তাবীয ঝুলানোর পক্ষে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ)-এর হাদীসের জবাবে কিছু কথা বলেছেনঃ

[এক] এ হাদীসটির সানাদ য‘ঈফ। কারণ এ সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক নামক ব্যক্তি রয়েছেন; যিনি মুদাল্লাস। যদিও এ সানাদকে ইমাম তিরমিযী হাসান এবং ইমাম হাকিম সহীহ বলেছেন।

[দুই] এ হাদীস যদি সহীহ হিসেবে ধরেও নেই তাহলে এর দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না। কারণ এ হাদীসে এ প্রমাণ নেই যে, ঐ কাজ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছেন এবং সমর্থন করেছেন।

[তিন] এটি ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ)-এর ব্যক্তিগত ‘আমল। তার এ একক ‘আমলের মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীস ও প্রধান সাহাবীগণের ‘আমলকে বর্জন করা যাবে না; যারা ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ)-এর ‘আমল অনুসরণ করেননি।

ইমাম শাওকানী ‘‘তুহফাতুয্ যাকিরীন’’ গ্রন্থে (পৃঃ ৮৯) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ)-এর এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তাবীয ঝুলানো বৈধ হওয়ার বিপক্ষে যে দলীল বর্ণিত হয়েছে তার বিপরীতে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রাঃ)-এর হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

উপরোক্ত জবাবগুলো ছাড়াও লেখক বেশকিছু জবাব-যুক্তি-মত উল্লেখ করে শেষে বলেছেনঃ যদিও কিছু ‘আলিম আল্লাহর নাম ও কুরআনের আয়াতওয়ালা তাবীয ঝুলানো জায়িয বলেছেন তারপরও ইখলাসের দাবী ও অধিক উত্তম হলো সকল রকমের তাবীজ বর্জন করা। কারণ হাদীসে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) লোক হিসাব ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা ঝাড়ফুঁক করেনি এবং করায়নি। অথচ ঝাড়ফুঁক ইসলামে জায়িয। যে ব্যাপারে হাদীস এবং আসার বর্ণিত হয়েছে। সঠিক মত সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জানেন।

হাদিসের মান: হাসান (Hasan) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=57037

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন